দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 05 AUG 1997 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৭ .....

খপ্পরে পড়েছে ফেল করা ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবক

চট্টগ্রামে সার্টিফিকেট জালিয়াত চক্রটি আবার সক্রিয় ॥ হাতিয়ে নিচ্ছে টাকা

হাটহাজারী (চট্টগ্রাম), ৪ আগস্ট (সংবাদদাতা)।— চট্টগ্রামে সার্টিফিকেট জালিয়াত চক্রটি আবার তৎপর হয়ে উঠেছে। প্রশাসনের চোখকে ফাঁকি দিয়ে বোর্ডের একশ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারীর যোগসাজশে ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের বোকা বানিয়ে চক্রটি হাতিয়ে নিচ্ছে হাজার হাজার টাকা। ধ্বংসের শেষ সীমায় নিয়ে যাচ্ছে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে।

নির্ভরযোগ্য একটি সূত্র জানায়, সদ্যঘোষিত এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হওয়ার পরপরই সংঘবদ্ধ জালিয়াতচক্রটির তৎপরতা শুরু হয়েছে। উক্ত চক্রের খপ্পরে পা দিচ্ছে অনেক অকৃতকার্য ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবক।

সূত্র জানায়, চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের অধীনে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত '৯৬ সালের এসএসসি পরীক্ষার ফল ঘোষণায় বোর্ড ফল সঙ্কোচনের আশ্রয় নিলেও এবার তার ব্যতিক্রম ঘটায়। গতবারের তুলনায় এবার পাসের হার যায় বেড়ে। গতবার পাসের হার কম হওয়ার ফলে সার্টিফিকেট জালিয়াত চক্রের পোয়া বারো হয়েছিল। চক্রটি দেদার জাল মার্কশীট ও সার্টিফিকেট তুলে দেয় ছাত্রছাত্রীদের হাতে। একেকটি কাজের পিছনে হাতিয়ে নেয় ৫ থেকে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত। এই জাল মার্কশীট দিয়ে অনেকেই ইতোমধ্যে বিভিন্ন কলেজে ভর্তি হয়ে গেছে। শক্ত ভিতে গড়ে ওঠা জালিয়াতচক্রটির নেপথ্য যোগসাজশে রয়েছে বোর্ডেরই একটি চক্র— যাদের মধ্যে কতিপয় কর্মচারী থেকে শুরু করে কর্মকর্তাও জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে। বোর্ডের ভিতর সক্রিয় চক্রটির সহায়তায় জালিয়াতচক্র বোর্ডের সীল, প্যাড, মার্কশীট, সার্টিফিকেট হুবহু জাল করে নেয়। আর তাতেই বোর্ডের শীর্ষ কর্তাদের স্বাক্ষর জাল করে কল্পনাপ্রসূত নম্বর বসিয়ে তা ছাত্রছাত্রীদের দেয়া হচ্ছে। শুধু তাই নয়, জাল করা হচ্ছে স্কুল থেকে দেয়া প্রশংসাপত্রও।

জানা গেছে, এবারের পরীক্ষায় কৃতকার্যদের মার্কশীট বৃহস্পতিবার বিদ্যালয়সমূহে পৌঁছে গেছে। এই শীট পৌঁছানোর আগেই পৌঁছে পরীক্ষার্থীদের মার্ক গেজেট। আর এটাকেই গাইডলাইন হিসাবে ধরে তৎপরতা শুরু করে জালিয়াতচক্রটি। অকৃতকার্যরা কোন্ বিষয়ে ফেল করেছে জেনে নেয় ওখান থেকেই। প্রসঙ্গত, গত ক'বছর থেকে অকৃতকার্যদের মার্কশীট বোর্ড সরবরাহ করে না। চক্রটির নেটওয়ার্কভিত্তিক এজেন্টরা এখন চট্টগ্রামের গ্রামাঞ্চলেও 'ক্লায়েন্ট' সংগ্রহে এজেন্টরা পুরোদমে তৎপর। জানা গেছে, জালিয়াতচক্রের এজেন্টরা ছাত্রছাত্রীদের এই বলে আশ্বাস দিচ্ছে যে, তারা যে যে বিষয়ে ফেল করেছে, সে বিষয়ে উত্তরপত্র বের করে দেখে নম্বর বাড়িয়ে দিয়ে মার্কশীট এনে দেয়া হবে। এতে ভেজালের প্রশ্নই আসে না। তারা একেকটি 'কাজের' জন্য দাবি করছে ৮/১০ হাজার টাকা। আর ওদিকে প্রথম বিভাগ বা দ্বিতীয় বিভাগের মার্ক পেয়ে পাস করেনি আংশিক মার্কের জন্য এমন ছাত্রছাত্রীদের অভিমত হচ্ছে, এ বছর যে মার্ক পেয়েছি, আগামীবার এ রকম নাও পেতে পারি। তারচেয়ে এভাবে কাজ করে নিলে ভাল হয়।

সূত্রটির মতে, ছাত্রছাত্রীদের এ মনোভাব তৈরিতে একশ্রেণীর স্কুলশিক্ষক উৎসাহ যোগাচ্ছে। কারণ এসব শিক্ষক সাব এজেন্ট হিসাবে জালিয়াতচক্রের সঙ্গে জড়িত।

অনুসন্ধানকালে একটি সূত্র বলেছে, চট্টগ্রাম শহরের আন্দরকিল্লার প্রিন্টিং এরিয়াকে ঘিরেই চক্রটির অবস্থান। তবে শিক্ষা বোর্ড এলাকা চান্দগাঁও এবং শহরের আরও কয়েকটি এলাকায় চক্রটির অবস্থান রয়েছে বলে সূত্রটি জানায়। তাছাড়াও এদের নেটওয়ার্ক বিস্তৃত শহরের বাইরে চট্টগ্রামের অন্যান্য জেলা ও থানা সদর থেকে গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত।